জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the District)

সাম্প্রতিক অর্জন,চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রন ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৬৬% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.২১%(বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,২০১৬)। মোট কৃষির জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায়১৪.২১%(প্রাক্কলিত)। তাছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৩২.৯১০ কোটি টাকা (প্রাক্কলিত) যা বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তূলনায় ৩০২৩ কোটি টাকা বেশী (বিবিএস,২০১৫-১৬)। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদিত কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৪৩১৭.৮৬ কোটি টাকা (ইপিবি,২০১৪-১৫)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল । অধিকন্ত প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাংস,দুধ ও ডিমের উৎপাদন বিগত তিন বছরে যথাক্রমে ৩৬.১১%,১৯.৪৬%,ও ১৭.১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মাংস, দুধ ও ডিমের জনপ্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে১০৬.২১ গ্রাম/দিন,১২৫.৫৯ মিলি/দিন ও ৭৫.০৬ টি /বছর এ উন্নীত হয়েছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে । এই প্রেক্ষাপটে বিগত তিন বছরে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অর্জনসমুহ নিম্নরুপ:

উৎপাদিত পণ্য	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
মাংস (লক্ষ মেট্রিক টন)	০.৯৪	২.২৭	২.১১
দুধ (লক্ষ মেট্রিক টন)	৪.০৮	৫.০৯	৫.৯৩
ডিম (কোটি)	১৮.১৮	২০.৮৯	২৩.৯২

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

গবাদিপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা,রোগের প্রাদূর্ভাব,সূষ্ঠ সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাব,প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব,সচেতনতার অভাব,প্রাণোদনামূলক উদ্যোগের অভাব, উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চমূল্য,জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রভাব,সীমিত জনবল ইত্যাদি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

ভিশন ২০২১ অনুযায়ী জনপ্রতি দুধ,মাংস ও ডিমের চাহিদার লক্ষমাত্রা যথাক্রমে ১০৫০ মিলি/দিন,১১০ গ্রাম/দিন ও ১০৪টি/বছর পুরনের জন্যে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছে। গবাদিপশু ও পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ,নজরদারি,চিকিৎসা সেবার গুণগত মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন । দুগ্ধ ও মাংসল জাতের গরু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গরু-মহিষের জাত উন্নয়ন এবং অধিক মাংস উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রাহমা গরুর জাত সংযোজন । পশু খাদ্যের সরবরাহ বাড়াতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ,টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলণ ও পশু খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন।তা'ছাড়া প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের নিরাপত্তা বিধাণ, আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদাপুরণ,রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্খিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রধান সম্ভাব্য অর্জনসমূহ ঃ

* গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধ,মাংস এবং ডিমের উৎপাদন যথাক্রমে ২০.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন,১৪.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২৩২.৩ কোটিতে উন্নত করা ;
* রোগ প্রতিরোধে ৪.২০ কোটি গবাদিপশু-পাখি কে টিকা প্রদান;
* প্রায় ১৫.০ লক্ষ রোগাক্রান্ত গবাদিপশু ও ১১৫.০০ লক্ষ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান;
* গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে দেশব্যাপি প্রায় ৭.২৭ লক্ষ গাভী কে কৃত্রিম প্রজনন করা ;
* গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২৫০০ উঠান বৈঠক পরিচালনা করা ;

সেকশ